بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY
Press & Media Office

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
২০ এপ্রিল ২০২১

জামেয়া আহমদীয়া কাদিয়ানের সাথে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধানের ঐতিহাসিক ক্লাস অনুষ্ঠিত

"...আমি আল্লাহ্‌র সামনে সিজদাবনত হয়েছি, আমার হৃদয় উজাড় করে দিয়ে তাঁর সামনে অশ্রুবিসর্জন করেছি। আমি আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করেছি, আর তিনি এমন উপকরণসমূহ তৈরি করে দিয়েছেন যা আমার জন্য সহায়ক হয়েছে, আর আমার সব দুশ্চিন্তা দূর করে দিয়েছে।"
– হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)

১৭ এপ্রিল ২০২১ ভারতের জামেয়া আহমদীয়া (আহমদীয়া মুবাল্লিগ বা ধর্মপ্রচারকদের প্রশিক্ষণ কলেজ) কাদিয়ানের ১৯ জন ছাত্রের সাথে পয়ঁষট্টি মিনিটের এক ভার্চুয়াল (অনলাইন) ক্লাস পরিচালনা করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান ও পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ্ হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)।*

এটি ছিল দ্বিতীয়বার যখন হুযূর আকদাস জামেয়া আহমদীয়া কাদিয়ান-এর সাথে একটি ক্লাস পরিচালনা করেছেন — প্রথমবার ছিল ২০০৫ সালে, যখন হুযূর আকদাস কাদিয়ান সফর করেন সেই সময়ে। প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর আশিসমণ্ডিত বাসভূমিতে প্রতিষ্ঠিত এ ঐতিহাসিক এবং প্রথম জামেয়া আহমদীয়া থেকে আরো একবার প্রশিক্ষণরত মুবাল্লেগগণ (ধর্মপ্রচারক) সমবেতভাবে তাদের আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় নেতার সাথে মিলিত হয়ে তাঁর পথনির্দেশনা ও দোয়া চাওয়ার সুযোগ লাভ করলেন।

---

* স্থানীয় কোভিড-১৯ জনিত বিধিনিষেধের কারণে জামেয়া আহ্‌মদীয়া কাদিয়ানের ছাত্রসংখ্যা সীমিত করা হয়।

হুযূর আকদাস টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে তাঁর কার্যালয় থেকে এ সভার সভাপতিত্ব করেন, আর জামেয়ার ছাত্রবৃন্দ ভারতের কাদিয়ানে অবস্থিত পবিত্র কুরআন প্রদর্শনী হল থেকে ভার্চুয়ালভাবে সভায় যোগদান করেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করা হয় এবং এর পর মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর একটি হাদীস উপস্থাপন করা হয়। তারপর একটি নযম (ধর্মীয় কবিতা) পরিবেশন করা হয় এবং মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর লেখনী থেকে একটি উদ্ধৃতি পাঠ করা হয়। এরপর জামেয়া আহমদীয়া কাদিয়ানের প্রিন্সিপাল জামেয়া আহমদীয়ার কর্মকাণ্ডের ওপর একটি রিপোর্ট পেশ করেন। এতে উল্লেখ করা হয় যে, বর্তমানে জামেয়া আহমদীয়া কাদিয়ান-এ ২৩৮ জন ছাত্র পড়াশোনা করছেন এবং ২৫ জন শিক্ষক সেখানে সেবারত আছেন।

একটি ভিডিও পরিবেশনায় হুযূর আকদাসকে জামেয়ার প্রাঙ্গণ এবং কাদিয়ানের অন্যান্য ঐতিহাসিক স্থানসমূহের কিছু ছবি ও ভিডিওচিত্র দেখানো হয়।

এরপর, ছাত্রবৃন্দ নবীন মুবাল্লেগদের জন্য প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করার সুযোগ পান।

একজন ছাত্র জানতে চান হিন্দুদের নিকট কীভাবে কার্যকর তবলীগ করা যেতে পারে। হুযূর আকদাস উত্তরে বলেন যে, ভারতে ইতোমধ্যেই অনেক তবলীগী কর্মকাণ্ড চলছে এবং এর কিছু উত্তম ফলাফলও পাওয়া গেছে। হুযূর আকদাস বলেন যে, তাদের উচিত তাদের প্রচেষ্টার পরিধিকে আরো বিস্তৃত করা।
হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“এটি একজন মুবাল্লিগের দায়িত্ব তার স্থানীয় এলাকার বিশেষ পরিবেশ-পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে তদনুযায়ী তাদের তবলীগী কর্মকাণ্ডকে সম্প্রসারিত করা এবং মানুষকে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত করা। হিন্দু, শিখ, খ্রিস্টানসহ বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসের মানুষের সাথে আপনাদের সুসম্পর্ক থাকা উচিত...”

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

“উত্তীর্ণ হওয়ার পর যখন আপনারা মুবাল্লেগ হিসেবে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করবেন, তখন সর্বদা নিজের পরিচয়ের গণ্ডিকে সম্প্রসারিত করতে সচেষ্ট থাকুন এবং মানুষকে ইসলামের শান্তিপূর্ণ শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত করুন। ... সুতরাং এর সবটাই নির্ভর করছে আপনি কতটা পরিশ্রম করতে প্রস্তুত আছেন তার ওপর। আমার কাজ হল পথ দেখানো এবং দিকনির্দেশনা ও (ইসলামের শিক্ষা সংক্রান্ত) উপকরণ [বক্তৃতা, বই, প্রশ্নোত্তর ইত্যাদি] প্রদান করা আর আমি বিশদভাবে তা করেছি। এখন এগুলোকে কাজে লাগানো আপনাদের দায়িত্ব।”

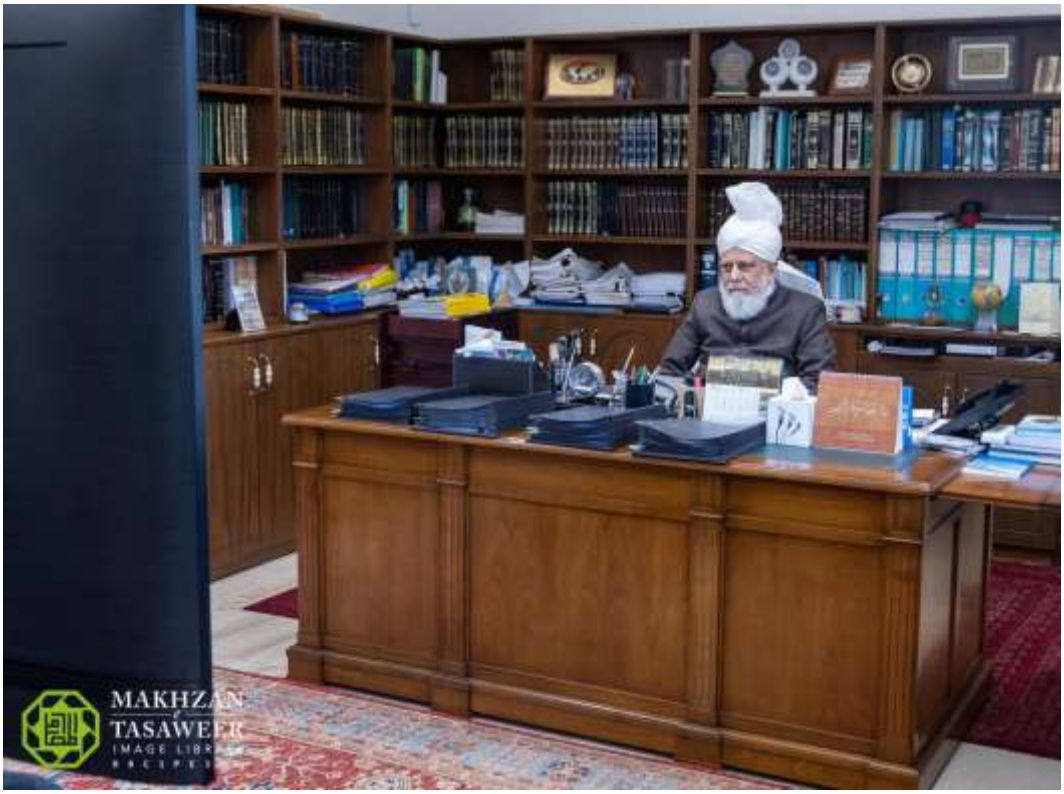

২০০৫ সালে হুযূর আকদাসের কাদিয়ান সফরের দীর্ঘস্থায়ী কল্যাণরাজি ও আশিসসমূহের উল্লেখ করে এক ছাত্র প্রশ্ন করেন হুযূর আকদাস কবে আবার কাদিয়ান আসবেন।

উত্তরে কাদিয়ান সফরের ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"আমার আকাঙ্ক্ষা রয়েছে কাদিয়ান সফর করার। আমি হয়তো গত বছর আসতাম অথবা তার পূর্বের বছরে, কিন্তু বিদ্যমান পরিস্থিতির কারণে তা সম্ভব হয় নি। ২০০৮ সালেও আমি কাদিয়ান সফরের চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু দক্ষিণ ভারত সফরের পরই (যুক্তরাজ্যে) ফিরে আসতে বাধ্য হই, কেননা আমাকে পরামর্শ দেয়া হয়েছিল যে, সে সময়ে বিদ্যমান পরিস্থিতিতে এমন করাই শ্রেয়। ইনশাআল্লাহ্ যখনই সম্ভব হবে, আমি এসে আপনাদের সাথে সাক্ষাৎ করবো। ততদিনে আপনারা হয়তো কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করবেন অথবা তখনও জামেয়ার ছাত্র থাকবেন। এর ওপর নির্ভর করবে জামেয়ার ক্লাসে নাকি কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত মুবাল্লেগদের সাথে সভায় আপনাদের সাথে দেখা হবে। সুতরাং দেখা যাক; যখনই আল্লাহ্ তা'লা সুযোগ সৃষ্টি করে দিবেন, ইনশাআল্লাহ্ আমি আসবো।"

একজন ছাত্র প্রশ্ন করেন হুযূর আকদাসের সাথে এক ব্যক্তিগত সম্পর্ক কীভাবে গড়ে তোলা সম্ভব।

ছাত্রটিকে এ বিষয়ে একটা উপায় বলতে গিয়ে এবং যুগ-খলীফার সাথে নৈকট্যের প্রকৃত লক্ষণের উপর আলোকপাত করে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"আপনার চিঠির কোনায় আপনার একটি ছবি লাগিয়ে দিন, আর এতে আমি জেনে যাবো যে, আপনি চিঠিটি লিখেছেন এবং ধীরে ধীরে আপনাকে চিনতে শুরু করবো। বিভিন্ন জামেয়ার বেশ কিছু সজাগ ছাত্র রয়েছেন যারা ইতোমধ্যেই এরূপ করে যাচ্ছেন আর এভাবে সময়ের সাথে সাথে তাদেরকে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনতে শুরু করি। যারা যুক্তরাজ্যে বাস করেন, তাদেরকে আমি চিনি, কেননা তারা প্রায়ই আমার সাথে সাক্ষাত করে থাকেন। তবে, কেবল ব্যক্তিগত পরিচয় থাকা এবং কাউকে ব্যক্তিগতভাবে চেনা এমন একটি বিষয় নয় যা নিয়ে গর্বিত হওয়া উচিত। খিলাফতের সাথে প্রকৃত সংযোগ এবং বন্ধন যুগ-খলীফার নির্দেশাবলী ও কর্ম-পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নের এবং এর জন্য অন্যদেরকে উদ্বুদ্ধ করার মাঝে রয়েছে। আর তাই আপনাদের এই প্রকৃত আধ্যাত্মিক সংযোগ স্থাপনের জন্য দোয়া করা উচিত।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"জামেয়াতে থাকাকালীন এবং জামেয়া থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার পর একজন মুবাল্লেগের উদ্দেশ্য এই থাকে যে, প্রতিটি অতিক্রান্ত দিনের সাথে তার এই উপলব্ধি যেন ক্রমাগত শক্তিশালী হতে থাকে যে, তার দায়িত্ব হলো যুগ-খলীফার এক 'সুলতানে নাসীর' (প্রকৃত নিবেদিতপ্রাণ সাহায্যকারী) হয়ে যাওয়া। যদি আপনি তাঁর হয়ে যান, নিজ দায়িত্বসমূহ পরিপূর্ণভাবে পালন করেন, তাকওয়ার সাথে কাজ করেন এবং একনিষ্ঠভাবে দোয়া করেন, তাহলে আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং এমন উপলক্ষ তৈরি করে দেন যার মাধ্যমে আপনি যুগ-খলীফার নৈকট্য অর্জনে সক্ষম হবেন। সুতরাং যুগ-খলীফার 'সুলতানে নাসীর' হয়ে যাওয়া এবং তাঁর কর্মকাণ্ড ও পরিকল্পনাসমূহকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মাঝেই তাঁর প্রকৃত নৈকট্য নিহিত।"

আরেকজন ছাত্র প্রশ্ন করেন, পল্লী এলাকায় বসবাসকারী মানুষের কাছে কীভাবে ধর্ম প্রচার করা যেতে পারে, যেখানে মানুষ জমিতে কাজ করেন এবং অত্যন্ত পরিশ্রমের কাজ করেন আর এর ফলে তাদের বেশি সময় নাও থাকতে পারে।

পল্লী এলাকায় কীভাবে তবলীগ করা যেতে পারে এ বিষয়ে দিকনির্দেশনা প্রদান করে হুযূর আকদাস তাঁর নিজ ছাত্রজীবন থেকে তবলীগের একটি ব্যক্তিগত ঘটনা বর্ণনা করেন:

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"যেখানে তবলীগী কাজের জন্য এক আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা থাকে, সেখানে নতুন পথ ও সুযোগের সৃষ্টি হয়। আমার ছাত্রজীবনে যখন আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছিলাম, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার পক্ষ থেকে নির্দেশনা আসলো যে, আমাদেরকে তবলীগের জন্য বের হতে হবে। সুতরাং আমরা কয়েকজন যুবক সাইকেলে করে গ্রামগুলোতে গেলাম। সেখানে আমরা কৃষকদেরকে তাদের কাজে সাহায্য করার প্রস্তাব দিতাম, যেমন ফসলে পানি দেয়া এবং এরপর সৌজন্যের খাতিরেও তারা আমাদের সাথে বসতেন এবং কিছু সময় কথা বলতেন। এভাবে, তাদের কাছে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পরিচয় তুলে ধরার আমাদের সুযোগ হয়েছিল ..."

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো ব্যাখ্যা করে বলেন:

"সুতরাং আপনারা যদি গ্রামেও যান, আপনাদের যদি আকাঙ্ক্ষা থাকে, তাহলে সব সময়ই কোন না কোন উপায় খুঁজে পাওয়া সম্ভব ... সবটাই আপনার উপর নির্ভর করে — আপনি কতটা দক্ষ আর কতখানি উদ্দীপনা আপনার মধ্যে রয়েছে। যদি কারো মাঝে উদ্দীপনা না থাকে তখন তিনি ভাবেন 'কাজ করে কী হবে?' কিন্তু যদি কারো মাঝে এক আকাঙ্ক্ষা থাকে, তবে তিনি ছোট থেকে ছোট সুযোগ পেয়েও কাজে লাগান।"

হুযূর আকদাসকে আরো প্রশ্ন করা হয় তিনি কখনো এমন সমস্যার মুখোমুখি হয়েছেন কিনা, যা তাঁর জন্য চরম পেরেশানীর কারণ হয়েছিল।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"আল্লাহ্‌র ফযলে আমি এমন কোন অসাধারণ সমস্যার মুখোমুখি হই নি যা আমার জন্য চরম পেরেশানি বা নৈরাশ্যের কারণ হয়েছে। আমার ছাত্রজীবনে, ছাত্র হিসেবে আমার পরীক্ষায় পাশ করার বিষয়ে আমি চিন্তিত হতাম আর তাই এমন পরিস্থিতিতে আমি আল্লাহ্‌র সামনে সিজদাবনত হয়েছি, আমার হৃদয় উজাড় করে দিয়ে তাঁর সামনে অশ্রুবিসর্জন করেছি। আমি আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করেছি, আর তিনি এমন উপকরণসমূহ তৈরি করে দিয়েছেন যা আমার জন্য সহায়ক হয়েছে আর আমার সব দুশ্চিন্তা দূর করে দিয়েছে। আমার অভিজ্ঞতা সব সময় এটাই আর তাই যদি কেউ কোন ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হন, তার উচিত আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করা। যদি আন্তরিকতা ও হৃদয়ের বিশুদ্ধতা নিয়ে দোয়া করা হয়, তাহলে আল্লাহ্ তাদের দোয়া কবুল করেন। নিশ্চিতভাবে, দোয়া এবং সদকা কারো সমস্যা দূর করার সর্বোত্তম মাধ্যম — ইসলাম আমাদের এ শিক্ষাই দেয়, আর যে-কোন সমস্যার সময় আমার অনুসৃত পদ্ধতিও এটিই।"

কারো দোয়াতে প্রকৃত কাতরতা ও বেদনা সৃষ্টির বিষয়ে আরেকটি প্রশ্ন করা হয়।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"মসীহ্ মওউদ (আ.) একটি সাধারণ নীতি বর্ণনা করেছেন যে, যদি আপনি নামাযে স্বাদ না পান, তবে অনেক বড় বেদনার মধ্যে থাকার অভিনয় করে নিজ অভিব্যক্তিকে ঐরূপ বানানো উচিত। মানুষের দৈহিক অবস্থার প্রভাব তার হৃদয়ের উপর পড়ে থাকে ... যদি আপনি নিজে কোন কঠিন পরিস্থিতিতে পড়ে থাকেন, তাহলে সেই কাঠিন্যকে নিজের মনে রেখে দোয়া করুন। ধীরে ধীরে সেই কাতরতা সৃষ্টি হবে এবং আপনি নামাযে আরো বেশি মনোযোগী হয়ে উঠবেন।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"আর যদি অন্য কারো প্রতি সহানুভূতি থেকে থাকে, তাহলে তাদের কষ্টকে মানসপটে রাখুন আর তাদের জন্য দোয়া করুন। এটিও কাউকে তার দোয়ায় মনোযোগী করে। ... একজন মুবাল্লেগ তার জীবনকে ইসলামের সেবার জন্য উৎসর্গ করেছেন, আর তার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ এই যে, ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে সমগ্র বিশ্বের কাছে পরিচিত করে তোলার জন্য তাকে একান্ত প্রয়াস চালিয়ে যেতে হবে। এটি একটি বিশাল চ্যালেঞ্জ। আর তাই যদি কোন মুবাল্লেগ এই গুরুদায়িত্বের ওপর অভিনিবেশ করেন এবং আল্লাহ্ তা'লার কাছে এই ভাষায় দোয়া করেন যে, 'আমি আমার জীবনকে উৎসর্গ করেছি যেন এ উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে পারি এবং যুগ-খলীফার এক 'সুলতানে নাসীর' (প্রকৃত সাহায্যকারী বা সাহায্যকারী শক্তি) হতে পারি, আর আমি এক অঙ্গীকার করেছি, সুতরাং কীভাবে আমি সেই অঙ্গীকার পূরণ করতে পারি?' তবে এটি আপনার হৃদয়ে এক কাতরতার সৃষ্টি করবে যার মাধ্যমে প্রকৃতিগতভাবেই আপনি আপনার দোয়ায় আরো বেশি মনোযোগী হয়ে উঠবেন।"

আরেকজন ছাত্র প্রশ্ন করেন, কেন কতক আপাতদৃষ্টিতে নিয়মিত ইবাদতকারীর মধ্যেও নৈতিক স্খলন পরিলক্ষিত হয়।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) উত্তরে বলেন:

"মসীহ্ মওউদ (আ.) ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, যখন আমরা ইবাদত করি, আমাদের ইবাদতের ফলে আমাদের নৈতিকতা ও আচার আচরণের উপরও ইতিবাচক প্রভাব পড়া উচিত। যদি আমরা এ ক্ষেত্রে উন্নতি না করতে থাকি, তাহলে আমাদের ইবাদত অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। আল্লাহ্ তা'লা কতক মানুষ সম্পর্কে বলেছেন যে, 'অভিশাপ এ সকল নামাযীদের ওপর!' কেন এমন বললেন? এজন্য যে তারা নৈতিকভাবে দুর্বল এবং তারা আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্টির অধিকার রক্ষা করেন না। ... এজন্য মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন যে, দুটি উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি আবির্ভূত হয়েছেন — প্রথমত মানুষ যেন খোদার সাথে সংযুক্ত হয়ে, তাঁর অধিকারসমূহ আদায় করে এবং দ্বিতীয়ত মানুষ যেন খোদার সৃষ্টির অধিকার আদায় করে।"

জামেয়ার একজন ছাত্র প্রশ্ন করেন যখন কোন নির্দিষ্ট স্থানে মুবাল্লেগ হিসেবে পদায়ন করা হয়, তখন তাদের কীভাবে কাজ শুরু করা উচিত।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"প্রথম বিষয় হলো দোয়ার সাথে শুরু করা। যখন আপনি কোন কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করবেন, সদকা প্রদান করুন এবং দোয়া করুন যে, 'আল্লাহ্ তা'লা কর্মক্ষেত্রে আমাকে যেখানেই পাঠাচ্ছেন, আমি যেন আমার জীবন উৎসর্গ করার এবং নিজেকে মুবাল্লেগ হিসেবে পেশ করার যে অঙ্গীকার করেছি তা প্রকৃত অর্থে পূর্ণ করতে পারি। আল্লাহ্ আমাকে তৌফিক দান করুন যেন সর্বোত্তম উপায় সেই অঙ্গীকার রক্ষা করতে পারি।' স্মরণ রাখবেন যে, আপনার কৃত অঙ্গীকার পূরণ করা পবিত্র কুরআনের এক আদেশ। কেননা পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে যে, আপনাদেরকে আপনাদের অঙ্গীকার অবশ্যই রক্ষা করতে হবে এবং এক গুরুভার অঙ্গীকার আপনাদের স্কন্ধে অর্পিত আছে। কী সেই অঙ্গীকার? তা এই যে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত তথা প্রকৃত ইসলামের বাণীকে আপনারা পৃথিবীর মানুষের কাছে পৌঁছাবেন এবং এমন করার জন্য আপনারা যথাযথ এবং অভিনব উপায়সমূহ অনুসন্ধান করবেন। এমন হওয়া উচিত নয় যেন আপনারা কেবল অপেক্ষায় থাকবেন, যতক্ষণ না কেন্দ্র থেকে বই-পত্র বিতরণের নির্দেশ আসে ... বরং আপনাদের নিজেদেরই উচিত ইসলামের বাণী প্রচারের রাস্তাসমূহ খুঁজে বের করা।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"স্থানীয় পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুসারে আপনার এলাকার আহমদীদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মান উন্নয়নে আপনার করনীয় আপনাকেই নির্ধারণ করতে হবে। আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার নৈতিকতার মান উন্নয়নে আপনি কী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারেন, তা আপনাকেই বিচার-বিশ্লেষণ করে নির্ধারণ করতে হবে।"

ঝগড়া-বিবাদ মেটানো পদ্ধতি এবং একজন মুবাল্লেগের অবস্থান সম্পর্কে পরামর্শ দিতে গিয়ে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"যখন আপনারা কারো মাঝে ঝগড়া-বিবাদ দেখবেন, তখন এসব ঝগড়া-বিবাদ দূর করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। এটি একজন মুবাল্লেগের দায়িত্ব, তিনি যেন কোন পক্ষের প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন না করেন। ন্যায় বিচারের দাবি এই যে, উভয় পক্ষের সঙ্গেই তিনি সুসম্পর্ক বজায় রাখতে সচেষ্ট হবেন এবং নিরপেক্ষ অবস্থান গ্রহণ করবেন। যদি আপনি কোন বিবাদের মীমাংসার জন্য কোথাও যান, যতক্ষণ বিষয়টির সুরাহা না হচ্ছে, কোন পক্ষের ঘরেই আপনি আপ্যায়ন গ্রহণ করবেন না। নিজের ঘরে খাবার খেয়ে রওনা হন এবং তাদের বলুন যে, 'আমি পবিত্র কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী এখানে আপনাদের মাঝে শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং ভ্রাতৃত্ববোধ ও ভালোবাসার বন্ধন গড়ে তোলার জন্য এসেছি। তাই যতক্ষণ না আপনারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসুল (সা.)-এর আদেশ অনুসরণ করেন, আমি আপনাদের ঘর থেকে কোন খাদ্য-পানীয় গ্রহণ করবো না।' "

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

“যেখানে আপনি কাজে নিয়োজিত থাকবেন, সেখানে প্রতিটি ঘরের সাথে আপনার একটি ব্যক্তিগত সম্পর্ক থাকতে হবে। আপনি তাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে যাবেন এবং তারাও আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আসবেন, আর যুবক-বৃদ্ধ সকলের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলবেন। তারা যেন অনুভব করেন যে, মুবাল্লেগ হিসেবে যিনি তাদের কাছে এসেছেন তাদের প্রতি তাঁর আন্তরিক সহানুভূতি এবং ভালোবাসা রয়েছে। আর এত বেশি আস্থা থাকা উচিত যে, প্রত্যেক ব্যক্তি আপনার কাছে যেন নিজের মনের কথা খুলে বলতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। তারপরে কোন ব্যক্তি আপনার কাছে একান্ত ব্যক্তিগত যে-বিষয়ই বলে থাকুন না কেন, তা আপনাকে আপনার হৃদয়েই দাফন করতে হবে। এমন হওয়া উচিত নয় যে, আপনি এক স্থান থেকে এক গোপন কথা শুনবেন, আর অন্য স্থানে গিয়ে অন্যদের কাছে তা প্রকাশ করে দিবেন। এমন করলে আপনার উপর তাদের বিশ্বাস ও আস্থা ভঙ্গ করা হবে। সুতরাং ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে তোলার সময় এমন অনেক বিষয় রয়েছে যেগুলো স্মরণে রাখতে হবে। আপনাকে নিশ্চিত করতে হবে যে, আপনি যা-ই উচ্চারণ করুন তাদের ওপর তা যেন ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। তখন জামা’তের প্রত্যেক সদস্য আপনার কথা শুনবেন এবং সেই জামা’তের মধ্যে একে অপরের প্রতি গভীর ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্ববোধ জন্ম লাভ করবে।”

সভার শেষে জামেয়া আহমদীয়া, কাদিয়ানের ছাত্ররা একটি নযম (ধর্মীয় কবিতা) পরিবেশন করেন আর এ সময় পাশাপাশি কাদিয়ানের বিভিন্ন স্থান পর্দায় দেখানো হয়।